# গৃহশ্রমিকের অধিকার ও মানবাধিকার প্রেক্ষিত ঢাকা মহানগর

মুহাম্মদ জসীম উদ্দিন, অমিত রঞ্জন দে ও জাকির হোসেন

বিশ্বায়ন আজ আমাদের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি ও সংস্কৃতিসহ সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করছে। এমনকি ব্যক্তিমানুষ এবং তার একান্ত ব্যক্তিগত জীবনের অন্দরমহলও বিশ্বায়নের নিয়ন্ত্রণের বাইরে নয়। প্রচলিত বিশ্বায়ন ন্যায়বিচার, সমতা, অধিকার, মানবাধিকার, সামাজিক নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটায় নি, বরং তা ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বৈষম্য ও বঞ্চনারই বিকাশ ঘটিয়েছে। এর পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী অপরাধপ্রবণতা, অপসংস্কৃতি, অপরাজনীতি, কালো অর্থনীতি, মাফিয়াচক্র, যুদ্ধ-সংঘাত ও ভোগবাদ ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্বায়নের ফসল আজ ধনী দেশগুলোর ঘরেই ভিড়েছে, আর দরিদ্র তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে তার খেসারত দিয়ে হচ্ছে। বিশ্বায়ন কেবল মুনাফা ও বাজার সম্প্রসারণেই ব্যস্ত। ধনীকে করেছে আরো ধনী, প্রান্তিক খেটে খাওয়া মানুষকে করেছে সর্বস্বান্ত। বহু পূর্বে পৃথিবী থেকে দাসপ্রথা বিলোপ হলেও বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে দাসপ্রথার আধুনিক সংস্করণ মনে করা হচ্ছে গৃহশ্রমিককে। গৃহশ্রমিকরা প্রতিনিয়তই শোষণ, নির্যাতন-নিপীড়ন ও সামাজিক বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। সময় এসেছে গৃহশ্রমিকদের কাজের স্বীকৃতি ও মর্যাদা প্রদান এবং তাদের ওপর থেকে সব ধরনের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন এবং হয়রানি বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার। অন্যথায় গৃহশ্রমিকদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন ও মৃত্যুর মিছিল বাড়তেই থাকবে। গৃহশ্রমিকদের বিষয়ে সরকারের অধিক মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। এদের জন্য আইন প্রণয়নের পাশাপাশি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে কাজ করা দরকার। গৃহশ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিতকল্পে সরকারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক দাতাগোষ্ঠী, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে।

## ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বে ৫ কোটি ২৬ লাখ গৃহশ্রমিক রয়েছে (আইএলও, বিভিন্ন দেশের জাতীয় জরিপের ভিত্তিতে)। প্রকৃতপক্ষে এ সংখ্যা আরো বেশি। কেননা অনেক দেশেই এ সংক্রান্ত যথাযথ হিসেব করা সম্ভব হয় নি। তবে সংখ্যা যাই হোক না কেন, সারাবিশ্বের গৃহশ্রমিকের অবস্থায় তেমন কোনো পার্থক্য নেই। এখন গৃহশ্রমিক বিষয়টাকে একটু সোজাসুজি করে যদি বলি তাহলে, আধুনিক শ্রমদাসত্বের একটি রূঢ় বাস্তব রূপ হচ্ছে বিশ্বের এই বিপুলসংখ্যক গৃহশ্রমিক। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় ও নদীভাঙন প্রভৃতির কারণে ফসলহানি, কৃষিভূমি হ্রাস, বাড়িঘর ধ্বংস এবং গ্রামে কাজের অভাবসহ নানা কারণে গত কয়েক বছরে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কাজের সন্ধানে শহরমুখী ভূমিহীন ও দরিদ্র মানুষের সংখ্যাও বেড়েছে কয়েকগুণ। এইসব দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের মধ্যে নারী এবং শিশুদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য।

কোনো ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবঞ্চিত এসব নারীর অধিকাংশই শহরে এসে সবচেয়ে সহজলভ্য গৃহশ্রমের কাজটিকে জীবিকার জন্য বেছে নেয়। কিন্তু সেখানে সামান্য অপরাধ বা ত্রুটি ঘটলেই তাকে অমানবিক নির্যাতনে শিকার হতে হয়। তাদের জীবনযাপনের দৈনন্দিন এ চিত্র আমাদের অনেকেরই জানা। তবু আরেকবার স্মরণ করানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি আমাদের মরিচাপড়া বোধশক্তিকে জাগ্রত করার অভিপ্রায়ে।

আমরা ইতোমধ্যে লক্ষ করেছি, সারাবিশ্বের অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমখাতের এই বিপুলসংখ্যক শ্রমিকের কাজকে শোভনীয় করার লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ব্যাপক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। স্বয়ং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) গত ১ জুন ২০১১ তার শততম অধিবেশনে গৃহশ্রমিকদের বিষয়টিকে প্রধানতম অ্যাজেন্ডা হিসেবে গ্রহণ করে এবং ১৬ জুন ২০১১ গৃহকর্মীর অধিকার রক্ষায় একটি যুগান্তকারী সনদ পাস করে। নতুন সনদে গৃহশ্রমিকদের অন্যান্য শ্রমিকের মতোই

অধিকার দেওয়া হয়েছে। এ সনদ অনুযায়ী, গৃহশ্রমিকদের সঙ্গে এখন থেকে লিখিত চুক্তি করতে হবে। এছাড়া সপ্তাহে একদিন ছুটি দিতে হবে এবং বার্ষিক ও অন্যান্য ছুটির দিনগুলোতে তাদের নিয়োগকারীর বাড়িতে থাকতে হবে না। সনদ প্রণয়নে বাংলাদেশও ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। প্রয়োজন শুধু অনুসমর্থন দানের। অনুসমর্থন না-করলে এ সনদের বিধিবিধান আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক হবে না। বাংলাদেশ সরকার দ্রুতই এ সনদটি অনুসমর্থন করবে এবং গৃহশ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা ও রাষ্ট্রের মানসম্মান সংরক্ষণে আরো তৎপর এবং উদ্যোগী ভূমিকা পালন করবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

ইতোমধ্যে বাংলাদেশে কিছু বেসরকারি মানবাধিকার সংস্থা যেমন, বিলস, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি ও নাগরিক উদ্যোগ বেশ কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত গৃহশ্রমিকদের অধিকারের বিষয়টি জাতীয় ও শ্রমিক আন্দোলনের মতোই মানবাধিকার আন্দোলনেও খুব একটা গুরুত্ব পায় নি। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গেও গৃহশ্রমিকদের কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি। সরকারি-বেসরকারি যৌথ প্রচেষ্টায় 'গৃহশ্রমিক সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা ২০১০' শীর্ষক একটি খসড়া নীতিমালা প্রণীত হলেও দীর্ঘদিন যাবৎ তা গুরুত্বহীন অবস্থায় পড়ে আছে। আন্তর্জাতিকভাবে গৃহশ্রমিকদের জন্য একটি সনদ প্রণীত হওয়া এবং সেখানে সক্রিয় ভূমিকা রাখায় নিজের দেশেও একটি বাস্তবসম্মত আইন প্রণয়নে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের দায়িত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে কয়েকগুণ। এরকম একটি যুগসন্ধিক্ষণে সমাজের পিছিয়ে থাকা অবহেলিত, নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষগুলোর প্রতি সরকার, নীতিনির্ধারণী মহলসহ সমাজের অগ্রসর মানুষগুলোর চিন্তার জগতে ঝড় তুলতে আমরা যে গবেষণাকর্ম সম্পাদন করেছি, তারই একটি সংক্ষিপ্ত ভাষ্য এই প্রবন্ধ।

**প্রকাশনা পর্যালোচনা**

বাংলাদেশে গৃহশ্রমিকদের বিষয়ে পূর্বে দু-একটি কাজ হলেও গৃহশ্রমিকদের অধিকার ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ে তেমন কোনো গবেষণার কাজ হয় নি। যেকোনো গবেষণাকর্ম সম্পাদন করতে প্রথানুযায়ী নির্ভর করতে হয় পূর্ববর্তী গবেষণাকর্মের ওপর। বর্তমান গরবষণাকর্মটিতেও এর ব্যাতিক্রম ঘটে নি। তাই ঢাকা শহরের গৃহশ্রমিকদের অধিকার ও সামাজিক সুরক্ষার বিষয়ে গবেষণাকর্মটি পরিচালনা করতে হয়েছে পূর্ববর্তী গবেষণাসমূহ, প্রকাশিত-অপ্রকাশিত বই, জার্নাল, সরকারি-বেসরকারি রিপোর্ট ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার ওপর নির্ভর করে।

এসব প্রকাশিত-অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র, বই, জার্নাল, সরকারি-বেসরকারি রিপোর্ট, নীতিমালা থেকে গৃহশ্রমিকদের সংজ্ঞা, গৃহশ্রম কী, গৃহশ্রমের ধরন, গৃহশ্রমিকদের কাজের ধরন, গৃহশ্রম বিষয়ে নীতিমালা প্রভৃতি বিষয় সরাসরি উঠে না-আসলেও মোটামুটি ধারণা পাওয়া গেছে। এসব প্রবন্ধ ও গবেষণাপত্রে গৃহশ্রমিকদের অধিকার ও সামাজিক সুরক্ষার বিষয়ে কোনো আলোচনা হয় নি। নিম্নে বাংলাদেশে গৃহশ্রমিকদের নিয়ে প্রকাশিত-অপ্রকাশিত গবেষণা, পুস্তক, প্রবন্ধ ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হলো—

শাহনাজ সুমী ও দিলারা রেখা (২০১০) তাঁদের, 'গৃহশ্রমিক নির্যাতন প্রতিরোধে পরিবারের ভূমিকা' শীর্ষক প্রবন্ধে বাংলাদেশে গৃহশ্রমিকদের প্রকৃত অবস্থা, নারীরা গৃহশ্রমে আসার কারণ, গৃহশ্রমিকের ধরন, গৃহশ্রমিক হিসেবে নারী ও তার প্রতি বৈষম্য, শোষণ ও নির্যাতন, গৃহশ্রমিকদের ওপর নির্যাতন রোধে পরিবারের ভূমিকা, সর্বোপরি গৃহশ্রমিকদের সমস্যা সমাধানে পরিবার ও জাতীয় পর্যায়ে করণীয় কী প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। তবে উক্ত গবেষণায় তাঁরা গৃহশ্রমিকদের অধিকার, পারিবারিক সুরক্ষা ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ে আলোচনা করেন নি।

আবুল হোসাইন (২০০৭) তাঁর 'গার্হস্থ্য শ্রমিক অস্বীকৃত শ্রমশক্তি' শীর্ষক গবেষণায় গৃহশ্রম ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত, গৃহশ্রমিকদের আন্দোলন-সংগঠন, গৃহশ্রমিকদের কর্মঘণ্টা ও মজুরি, বাংলাদেশে শ্রম আইন ও গৃহশ্রমিক, গৃহশ্রমিকের চাহিদা ও সরবরাহ, গৃহশ্রমিকের সমস্যা ও সম্ভাবনা তুলে ধরেন এবং গৃহশ্রমিকদের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে কিছু সুপারিশ প্রণয়ন করেন।

আলতাফ পারভেজ (২০০৭) তাঁর 'বাংলাদেশে নারী-শ্রমজীবী, মজুরীবঞ্চনা ও সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা' নামক পুস্তকের 'গার্হস্থ্য শ্রমিক, শ্রমিক পরিচয় আড়াল করতে যাদের বলা হয় বুয়া' শিরোনামে গৃহশ্রমিকদের সমস্যা, এ খাতে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা, গৃহশ্রমিকের ওপর নির্যাতন এবং বাংলাদেশের শ্রম আইনে গৃহশ্রম ও শ্রমিকদের অবস্থা তুলে ধরার চেষ্টা করেন। এছাড়াও তিনি উক্ত পুস্তকে শিল্পশ্রমিক ও গৃহশ্রমিকদের আইনি অধিকারের তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করেন।

গ. Rezaul Islam Zuvi 'A Child in the family but imprisoned: Study on The Situation of Domestic Child Workers in Dhaka City', শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনে শিশুশ্রমের সংজ্ঞা ও ধারণা, শিশুশ্রমের কারণ, শিশু গৃহশ্রমের

প্রভাব, গবেষণাএলাকার শিশু গৃহশ্রমিকদের জনমিতিক বৈশিষ্ট্য, শিক্ষা, শিশুরা গৃহশ্রমে আসার কারণ, কাজের সময়সীমা, কর্মঘণ্টা, শিশু গৃহশ্রমিকদের শারীরিক অবস্থা, বাসস্থানের অবস্থা, পোশাক, খাদ্য, অন্যান্য সুযোগসুবিধার বিষয় উঠে এসেছে। উক্ত গবেষণায় তিনি শিশু গৃহশ্রমিকদের সমস্যা থেকে উত্তরণের সুপারিশ যুক্ত করেছেন।

**গবেষণাএলাকা পরিচিতি**

বর্তমান গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত এলাকা হলো ঢাকা মেট্রোপলিটন শহর। অক্ষাংশীয় অবস্থানের দিক থেকে ঢাকা শহর ২৩°৪৩ উত্তর-অক্ষাংশ এবং ৯০°২৪ পূর্ব-দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত (দারা শামসুদ্দীন, ১৯৮৫)। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে গবেষণাএলাকা বাংলাদেশের প্রায় মাঝামাঝি বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। এর দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা, পশ্চিমে তুরাগ, পূর্বে বালু এবং উত্তরে টঙ্গী খাল একে অপরের সাথে সংযোগ স্থাপন করেছে। ১৯৮৮ সালের বন্যার পর গবেষণাএলাকার চারপাশে বেড়িবাঁধ দিয়ে বন্যামুক্ত করা হয়েছে। প্রাচীন বংলার রাজধানী হিসেবে গৌড়, পাণ্ডুয়া, সোনারগাঁও ও রাজমহলের পরে ঢাকার স্থান। সুবে বংলার রাজধানী হিসেবে মুর্শিদাবাদ ও কলিকাতার চেয়েও ঢাকা প্রাচীনতম নগরী। গবেষণার জন্য ঢাকাকে নির্বাচন করার কারণ হচ্ছে— ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী এবং দেশের প্রধান ও জনবহুল নগর। এখানে বাংলাদেশের অন্যান্য নগরের তুলনায় বেশি দরিদ্র জনগোষ্ঠী বসবাস করে। ঢাকা শহরে অপ্রতিষ্ঠানিক খাতে কর্মকাণ্ডের বৈচিত্র্য ও সুযোগ-সুবিধা বেশি।

**গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য**

এ গবেষণার মূল লক্ষ্য হচ্ছে গৃহশ্রমিকদের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নে দিক নির্দেশনা প্রদান। গবেষণাকর্মটি তিনটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সম্পন্ন করা হয়েছে। উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ—

১. গৃহশ্রম ও গৃহশ্রমে নিয়োজিত শ্রমিকদের সমস্যা রাষ্ট্র এবং জনগণের সামনে উপস্থাপন করা।

২. ঢাকা শহরের গৃহশ্রমিকদের অধিকার ও মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং জনগণকে এ বিষয়ে সংবেদনশীল করে তোলা।

**গবেষণাপদ্ধতি**

বর্তমান গবেষণায় যেসব তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তার অধিকাংশই প্রাথমিক পর্যায়ের উৎস থেকে সংগৃহীত এবং সাথে সাথে দ্বিতীয় পর্যায়ের তথ্যসমূহও এতে সন্নিবেশ করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের জন্য ঢাকা মহানগরের পল্লবী, মিরপুর, মোহাম্মদপুর এবং ধানমণ্ডি এলাকার গৃহকর্মীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বাসাবাড়িতে থেকে পূর্ণকালীনভাবে কর্মরত ৩৩ জন, বাসার বাইরে থেকে খণ্ডকালীনভাবে কর্মরত ৩৪ জন গৃহকর্মীর সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। সাক্ষাৎকার গ্রহণের পূর্বে দুটি আলাদা এবং সুসংগঠিত প্রশ্নমালা তৈরি করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ের উৎস থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত তথ্যাবলি সাধারণত সারণির মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাত করে প্রাপ্ত ফলাফলকে শতকরা হারে দেখানো হয়েছে, সকল প্রাথমিক পর্যায়ের উপাত্তকে সারণিবদ্ধ করা হয়েছে। গবেষণাকর্মটিকে আরো বস্তুনিষ্ঠ করার জন্য কেইসস্টাডি করা হয়েছে, যার ফলে গবেষণার বিষয়বস্তুকে উপস্থাপন আরো সুন্দর ও প্রাঞ্জল হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত তথ্য, প্রতিবেদন প্রভৃতির সাহায্যসহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, গবেষণাকর্ম ও লাইব্রেরিসমূহের সাহায্য নেয়া হয়েছে। এছাড়াও নাগরিক উদ্যোগ, আইন ও সালিশ কেন্দ্র এবং বিলস-এর তথ্য সংরক্ষণ ইউনিট কর্তৃক সংরক্ষিত গৃহকর্মীদের ওপর নির্যাতনের তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ গবেষণা প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।

**গৃহশ্রম কী?**

সাধারণ অর্থে 'গৃহশ্রম' বলতে গৃহাভ্যন্তরে অথবা এক বা একাধিক গৃহে সম্পাদিত কাজকে বোঝাবে। রান্নাবান্নাসংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক কাজ, বাসনকোসন মাজা, কাপড় ধোয়া, মসলা বাটা, বাড়িঘরসহ বাড়িসংশ্লিষ্ট চত্বর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, শিশু সন্তানের লালনপালন, প্রবীণদের যত্ন বা সেবা, প্রতিবন্ধীদের সেবা প্রভৃতি কাজ গৃহস্থালি কাজ হিসেবে স্বীকৃত।

**গৃহশ্রমিকের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য**

গৃহশ্রমিকদের সর্বজনীন কোনো সংজ্ঞা নেই এবং একে সর্বজনীনভাবে সংজ্ঞায়িত করাও বেশ জটিল কাজ। তবে উক্ত গবেষণায় দ্বিতীয় এবং প্রথম পর্যায়ের তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে গৃহশ্রমিককে সংজ্ঞায়িত ও গৃহশ্রমিকদের সুনির্দিষ্ট কতকগুলো বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

সাধারণভাবে, চাকুরির সম্পর্কের ভিত্তিতে মৌখিক বা লিখিত যেকোনো উপায়ে খণ্ডকালীন অথবা পূর্ণকালীনভাবে স্বল্প মজুরিতে গৃহকর্মে নিয়োগকৃত ব্যক্তি বা কর্মীকে 'গৃহশ্রমিক' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। আরেকটু বললে গৃহকর্ত্রীকে গৃহস্থালির কাজেকর্মে সহায়তা করা, কোনো বাসা বা মেসে রান্নাবান্নাসহ যাবতীয় কাজ করার জন্য স্থায়ী বা অস্থায়ী ভিত্তিতে যে নারী, শিশু এমনকি পুরুষ নিয়োগপ্রাপ্ত হয় তাদের গৃহশ্রমিক বলে। এই গবেষণাকর্মের বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করে গৃহশ্রমিকদের কতগুলো সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা হয়েছে। যথা কোনো সুনির্দিষ্ট কাজ নেই, কাজের কোনো সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি এবং নিরাপত্তা নেই, নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা নেই, সুনির্দিষ্ট কোনো বেতন কাঠামো নেই, চাকুরির বিধিমালা নেই, নিয়োগপত্র ও পরিচয়পত্র নেই, ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলা ও পেশাগতভাবে সংগঠিত হওয়ার কোনো সুযোগ ও অধিকার নেই, অধিকাংশেরই প্রতিষ্ঠানিক কোনো শিক্ষা নেই, পেশাগত নিরাপত্তা ও ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার নেই।

### গৃহশ্রমিকের শ্রেণিবিভাগ

পূর্বের কোনো গবেষণায় কিংবা বই-পুস্তকে গৃহশ্রমিকদের সুনির্দিষ্ট কোনো শ্রেণিবিভাগ পাওয়া যায় নি। তবে প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ের উপাত্ত বিশ্লেষণ করে উক্ত গবেষণায় গৃহশ্রমিকের শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে। এক্ষেত্রে গৃহশ্রমিকদের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিভাগ করা হয়। যেমন বয়সকাঠামোর ভিত্তিতে গৃহশ্রমিকদের তিনভাগে ভাগ করা হয়। যথা শিশু-কিশোর গৃহশ্রমিক, মধ্যবয়সী গৃহশ্রমিক, বৃদ্ধবয়সী গৃহশ্রমিক। লিঙ্গের ভিত্তিতে গৃহশ্রমিকদের দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা পুরুষ গৃহশ্রমিক, নারী গৃহশ্রমিক। কর্মস্থলের ভিত্তিতে গৃহশ্রমিককে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা মালিকের বাসায় থেকে কর্মরত গৃহশ্রমিক, মালিকের বাসার বাইরে থেকে কর্মরত গৃহশ্রমিক, মেসবাড়িতে কর্মরত গৃহশ্রমিক। সময়ের ভিত্তিতে গৃহশ্রমিককে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা খণ্ডকালীন গৃহশ্রমিক, পূর্ণকালীন গৃহশ্রমিক।

### গৃহশ্রমিকদের অপরাধ ও নির্যাতন বা শাস্তির ধরন

নির্যাতন-নিপীড়ন গৃহশ্রমিকদের জন্য একটি নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। গৃহশ্রমিকদের ওপর নির্যাতনের চিত্র মাঝেমধ্যে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়া ছাড়া অন্য কোনো গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয় না। আর সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনার খুব সামান্য অংশই আমাদের সামনে উঠে আসে। কেবল গৃহশ্রমিকটির মৃত্যুর খবর নতুবা নির্যাতনের ফলে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ার খবরটুকুই প্রকাশিত হয়। সমাজের উচ্চশ্রেণি থেকে শুরু করে নিম্নশ্রেণি পর্যন্ত প্রায় সকলেই গৃহশ্রমিক নির্যাতনে সিদ্ধহস্ত। দেখা গেছে, কাজ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়া, ঘুম থেকে উঠতে দেরি করা, বাসন বা কাপ পিরিচ ভেঙে ফেলা, ডাকে সাড়া দিতে একটু দেরি করা, বেশিক্ষণ বাথরুমে থাকা, শব্দ করে কান্না করা, মিথ্যা চুরির অভিযোগ করা, গৃহকর্তা বা তাঁর ছেলের অশ্লীল ইঙ্গিতে সাড়া না-দেয়া ইত্যাকার কারণে গৃহকর্ত্রী বা তাঁর পরিবারের সদস্যদের হাতে গৃহশ্রমিকদের নিগৃহীত বা নির্যাতিত হতে হয়। প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ের তথ্য-উপাত্ত বিচার-বিশ্লেষণ করে গৃহশ্রমিকের ওপর যে নির্যাতন ও শাস্তি প্রদান করা হয়, সেগুলোকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

শারীরিক নির্যাতন : গৃহশ্রমিকদের ওপর যে ধরনের শারীরিক নির্যাতন হয় সেগুলো হলো, গরম খুন্তি দিয়ে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ছ্যাঁকা, রড বা লাঠিপেটা, বেতের আঘাত, দেয়ালের সাথে চেপে ধরে মাথায় আঘাত, ছাদ থেকে ফেলে দেয়া, নির্যাতনের পর বাথরুমে বেঁধে রাখা, হাত ও পা ভেঙে দেওয়া, নির্যাতনের পর শরীরে আগুন দেওয়া, চড় থাপ্পড়, লাথি, গোপনাঙ্গে মরিচ ভেঙে দেয়া, বিবস্ত্র করে মুখ, পিঠ ও শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে জখম, অ্যাসিড নিক্ষেপ, অনৈতিক সম্পর্কের ফলে অন্তসত্ত্বা করে ফেলানো।

মানসিক নির্যাতন : গৃহশ্রমিকদের ওপর যে ধরনের মানসিক নির্যাতন হয় সেগুলো হলো মাটির সানকিতে খেতে দেয়া, রিকশার পাদানিতে বসতে দেয়া, রান্নাঘর, বারান্দায় শুতে দেয়া, বাসি-পচা খাবার খেতে দেয়া এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে একসাথে খেতে না-দেয়া, টিভি দেখার সময় একই সাথে বসতে না-দিয়ে মেঝেতে বসতে দেয়া, বাইরে বেড়াতে গেলে বাড়িতে তালা মেরে রেখে যাওয়া, কোনো কিছু হারালে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা, ভালো জামাকাপড় পরতে না-দেয়া, অশালীন ও অমর্যাদাকর বাক্য ব্যবহার করা, অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যস্ত রাখা।

### বাংলাদেশে গৃহশ্রমিকদের ওপর নির্যাতনের চিত্র

গবেষণাকালে গৃহশ্রমিকদের সাথে সরাসরি কথা বলে নির্যাতনের যে চিত্র পাওয়া গেছে, বাস্তব পরিস্থিতি তার থেকে আরো বেশি ভয়াবহ। একটি প্রচলিত প্রবাদ এখানে খুবই সংগতিপূর্ণ, তা হলো— এদের বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত খবর থেকে আমরা লক্ষ করেছি গৃহশ্রমিকদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতনের ভয়াবহতার চিত্র। তাদের

ওপর হত্যা, ধর্ষণসহ নানা প্রকার নির্যাতনের ঘটনা রয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির তথ্য মতে, ২০০৮ সালে সারাদেশে মোট ১২১ জন গৃহশ্রমিক বিভিন্ন নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এদের মধ্যে ৩৩ জন শারীরিক নির্যাতন, ২৬ জন খুন, ১৮ জন ধর্ষণ, ১ জন গণধর্ষণ, ১০ জন ধর্ষণের পর খুন, ২ জন আত্মহত্যা করেছে, ১১ জন অস্বাভাবিক মৃত্যুর শিকার হয়েছে। নির্যাতনের শিকার বেশিরভাগের বয়সই ১৮ বছরের নিচে। মোট ১২১টি ঘটনার মধ্যে ৯৪টি ঘটনায় মামলা হয়েছে। আইন ও সালিশ কেন্দ্র থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০১০ সালে বিভিন্ন পত্রিকায় মোট ৭৭টি গৃহশ্রমিক নির্যাতনের ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে। এদের মধ্যে শারীরিকভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ৯ জন, ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৪ জন, ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ১ জনকে, শারীরিক নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে ২০ জনকে এবং নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পেতে আত্মহত্যা করেছে ৮ জন গৃহশ্রমিক। নাগরিক উদ্যোগের তথ্য সেলের সমীক্ষায় দেখা গেছে, জানুয়ারি ২০১১ থেকে জুন ২০১১ সময়ে সারাদেশে ৩৮ জন গৃহকর্মী নির্যাতনের শিকার হয়েছে। যার মধ্যে গৃহকর্তা, গৃহকর্ত্রী ও তাঁদের আত্মীয়দের দ্বারা নির্যাতিত এবং ছাদ থেকে পড়ে আহত হয়েছে ১৫ জন, শারিরীক নির্যাতনের ফলে মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের। নির্যাতন সইতে না-পেরে ছাদ থেকে পড়ে এবং গলায় ওড়না প্যাঁচিয়ে আত্মহত্যা করেছে ১১ জন। গৃহকর্তার অনৈতিক সম্পর্কে অন্তসত্ত্বা হয়েছে ২ জন। গৃহকর্ত্রীর আত্মীয়ের হাতে ধর্ষণচেষ্টার শিকার একজন এবং পুড়িয়ে মারা হয়েছে ৩ জনকে। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিল্‌স)-এর হিসেব অনুযায়ী গত ২০০১-'০৮ পর্যন্ত দেশে ৬৪০ জন গৃহশ্রমিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে নিহত হয়েছেন ৩০৫ জন, পঙ্গু হয়েছেন ২৩৫ জন, ধর্ষিত হয়েছেন ৭৭ জন এবং অন্যভাবে নিগৃহীত হয়েছেন ২৩ জন। এ নির্যাতনের চিত্রই আমাদের বলে দেয়, কতটা নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে রয়েছে গৃহশ্রমে নিয়োজিত শ্রমিকরা। উল্লিখিত তথ্যচিত্রটি আমাদের ধারণা দেয়, বাংলাদেশের গৃহশ্রমিকদের অধিকার কীভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে।

### গৃহশ্রমিকদের আইনগত অধিকার

গৃহশ্রমিকসহ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকরা এখনো শ্রমআইনের অন্তর্ভুক্ত হয় নি। দেশে এদের জন্য কোনো আইন নেই, নেই কোনো নীতিমালা। তবে বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ ধারা অনুযায়ী দেশের সকল নাগরিক সংগঠিত হওয়ার অধিকার রাখে। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে,

"রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপন্নশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ-অর্জন নিশ্চিত করা যায় :

ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা;

খ) কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার;

গ) যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার; এবং

ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতা-পিতৃহীনতা বা বার্ধ্যক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্যলাভের অধিকার।"

### গৃহশ্রমিকদের অধিকার ও মানবাধিকার পরিস্থিতি

পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে মানুষের ন্যায্য দাবি হলো অধিকার। যা সমাজ, রাষ্ট্র ও
আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। অধিকার প্রচলিত প্রথার মাধ্যমে স্বীকৃত হতে পারে আবার রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারাও নির্ধারিত হতে পারে। আইনবিজ্ঞানী সেমন্ড খুব সহজ করে বলেছেন, 'আমার জন্য অন্যদের যা করতে হবে সেটাই আমার অধিকার'। অধিকার দুই ধরনের। যথা নৈতিক অধিকার এবং আইনগত অধিকার।

**নৈতিক অধিকার :** নৈতিক অধিকার বলতে আমরা সেসব অধিকারকে বুঝি, যা সমাজের নৈতিকবোধ বা ন্যায়বোধ থেকে উদ্ভূত, যেমন বয়স্কদের শ্রদ্ধা করা, অপরের বিপদে সহযোগিতা করা ইত্যাদি। নৈতিক অধিকার ভঙ্গকারীকে কোনো শাস্তি দেয়া হয় না। সমাজ কর্তৃক সমালোচনাই তার শাস্তি। নৈতিক অধিকার বিভিন্ন সমাজে বিভিন্নরকম হয়।

**আইনগত অধিকার :** যে অধিকার দেশের আইন দ্বারা স্বীকৃত এবং যা ভঙ্গ করলে আইনগত অপরাধ হয় তাকে আইনগত অধিকার বলে। যেমন, সম্পত্তির অধিকার, বাক-স্বাধীনতা ইত্যাদি অধিকার ক্ষুণ্ন হলে নাগরিকরা আইনের আশ্রয় নিতে

পারে। তবে এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, সব আইনগত অধিকারই নৈতিক অধিকার কিন্তু সব নৈতিক অধিকার আইনগত অধিকার নয়। আইনগত অধিকার আবার ছয় ধরনের। যথা—

**সামাজিক অধিকার :** জীবনধারণের অধিকার, সম্পত্তি রক্ষার অধিকার, ধর্মচর্চার অধিকার, মতপ্রকাশের অধিকার ইত্যাদি সামাজিক অধিকার।

**রাজনৈতিক অধিকার :** সংগঠনের অধিকার, সভা-সমাবেশ করার অধিকার, মিছিল করার অধিকার, ভোটদানের অধিকার, নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অধিকার ইত্যাদি রাজনৈতিক অধিকার।

**অর্থনৈতিক অধিকার :** কাজের অধিকার, ন্যায্য মজুরি পাওয়ার অধিকার, সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার ইত্যাদি অর্থ নৈতিক অধিকার।

**সাংস্কৃতিক অধিকার :** নিজস্ব আচার-আচরণ, ইতিহাস-ঐতিহ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, ধ্যান-ধারণার বিকাশ ও সংরক্ষণ করা এ অধিকারের পর্যায়ে পড়ে।

**ধর্মীয় অধিকার :** নিজস্ব ধর্মচর্চার অধিকার, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের অধিকার এবং পছন্দমতো ধর্ম গ্রহণের অধিকার এ অধিকারের পর্যায়ে পড়ে।

**মানবাধিকার :** জীবন-স্বাধীনতা-নিরাপত্তার নিশ্চয়তাই হচ্ছে মানবাধিকার। এটি হচ্ছে মানুষের মর্যাদার দাবি। অর্থাৎ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকারই হচ্ছে মানবাধিকার। অন্যকথায় যে অধিকার সহজাত, সর্বজনীন, হস্তান্তরযোগ্য নয় এবং অখণ্ডনীয় তাই মানবাধিকার। মানুষ হিসেবে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সবাই যে অধিকার ভোগ করেন তাই মানবাধিকার।

'মানবাধিকার বলতে মানুষের সেসব অধিকারকেই বোঝায়, যেগুলো পৃথিবীর সকল মানুষ শুধু মানুষ হিসেবে (as a human being) দাবি করতে পারে। এ অধিকারগুলো কোনো দেশ বা কালের সীমানায় আবদ্ধ নয়; এগুলো চিরন্তন ও সর্বজনীন এবং পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ এ অধিকারগুলো নিয়েই জন্মগ্রহণ করে।'

### ঢাকা শহরের গৃহশ্রমিকদের অধিকার ও মানবাধিকার পরিস্থিতি

গ্রামের সুযোগবঞ্চিত মানুষগুলো শহরে এসে গৃহশ্রমিকের কাজ করছে। এদের আবার অধিকার বা মানবাধিকার কী? বরং যারা তাদের কাজ দিচ্ছেন তারা তাদের করুণা করছেন এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি সমাজে প্রচলিত রয়েছে। সুতরাং এ সংক্রান্ত প্রশ্ন তোলাটাই যেন অনধিকার চর্চার শামিল। এদের নেই ভালো খাবার খাওয়া বা ভালো পোশাক পরার অধিকার। এমনকি ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করার বা উৎসব উপভোগ করারও কোনো সুযোগ নেই। এদের সংগঠিত হওয়ার সুযোগ নেই, এরা পায় না ন্যায্য মজুরি বা নিরাপত্তা। মালিকের বা মালিকের ঘনিষ্ঠজনদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন সহ্য করে যেন কেবলই বেঁচে থাকা। এ গবেষণার তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে তা আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

### খণ্ডকালীন শ্রমিকদের অধিকার ও মানবাধিকার

ঢাকা শহরে খণ্ডকালীনভাবে গৃহকর্মে নিয়োজিত গৃহশ্রমিকরা কাজের বিনিময়ে যে পারিশ্রমিক পায়, তাতে ৭৯ শতাংশ গৃহশ্রমিক তাদের প্রাপ্ত পারিশ্রমিকে অসন্তুষ্ট। অধিকাংশ গৃহশ্রমিক মনে করে তারা ন্যায্য মজুরি পাচ্ছে না। ২১ শতাংশ গৃহশ্রমিককে প্রতিদিন মালিকের বাসায় ৮-১২ ঘণ্টা কাজ করতে হয়। কিন্তু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমআইনে একজন শ্রমিকের দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজ করার বিধান থাকলেও তা এক্ষেত্রে উপেক্ষিত। এমনকি এদের ৬৪ শতাংশ ধর্মীয় উৎসবে কোনো বোনাস পায় না।

এই গবেষণাকর্মে তথ্য প্রদানকারী গৃহশ্রমিকদের মধ্যে একটি ইতিবাচক দিক লক্ষ করা যায়, সেটা হলো শতকরা প্রায় ৭৬ ভাগের নিজের আয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এবং তারা নিজের প্রয়োজনে সেখান থেকে খরচ করার পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে।

পরিবারের সদস্যদের সাথে ৫৯ শতাংশ গৃহকর্মীর সম্পর্ক ভালো। কিন্তু পরিবারের বড়োদের মধ্যে ৩৩ শতাংশ এবং ছোটোদের মধ্যে ৩২ শতাংশ অমর্যাদাকর সম্বোধনে তাদের ডেকে থাকে। আবার কোনো কিছু ভাঙলে বা নষ্ট হলে ১৫ শতাংশকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হয় বা নির্যাতনের শিকার হতে হয়।

গৃহকর্মীরা কিছুদিন পর-পর বিভিন্ন বাসার কাজ ছেড়ে দিয়ে থাকে এবং এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায়, ৮২

শতাংশ শ্রমিক ইতঃপূর্বে কাজ পরিবর্তন করেছে। এই কাজ পরিবর্তনের কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখা গেছে, একশত ভাগের মধ্যে ২৯ ভাগ মালিক কর্তৃক মজুরি কম দেয়ার কারণে, ২১ ভাগকে মালিক গালাগালি করার কারণে, ২১ ভাগকে মালিক মজুরি ঠিক সময়ে না-দেয়ার কারণে, ১৪ ভাগ অসুস্থতার কারণে, ১১ ভাগ নতুন কাজে মজুরি বেশি পাওয়ায় এবং ৪ ভাগ অন্যান্য কারণে পূর্বের কাজ ছেড়ে দিয়েছে। অর্থাৎ অধিকার ক্ষুণ হওয়া, কম মজুরি পাওয়া এবং নতুন কাজে বেশি মজুরি পাওয়ায় সাধারণত গৃহশ্রমিকরা কাজ পরিবর্তন করে থাকে।

**পূর্ণকালীন শ্রমিকদের অধিকার ও মানবাধিকার**

ঢাকা শহরে পূর্ণকালীনভাবে গৃহকর্মে নিয়োজিত শ্রমিকদের ৫৫ শতাংশই প্রাপ্ত পারিশ্রমিকে সন্তুষ্ট নয়। অর্ধেকের বেশি শ্রমিক মাসিকভাবে বেতন পায় না। ২৪ শতাংশের মাসিক হারে বেতন বাড়ার কোনো ব্যবস্থা নেই। এছাড়া ৩৯ শতাংশের কাজের মেয়াদ বছর পূর্ণ না-হওয়ায় বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধির কোনো চিত্র পাওয়া যায় নি।

পূর্ণকালীন গৃহকর্মীরা মালিকের বাসায় থেকে অমানবিক পরিশ্রমের মাধ্যমে যে অর্থ উপার্জন করছে, কর্তৃত্বের প্রশ্নে দেখা গেছে, এদের ৬৭ শতাংশ মজুরির টাকা নিজে খরচ করতে পারে না। এমনকি ৬৪ শতাংশ বেতনের টাকা হাতে নিয়েও দেখতে পারে না। এই টাকা তাদের বাবা-মা, স্বামী অথবা বড়ো ভাইবোন গ্রহণ ও খরচ করে থাকে।

পেটের ক্ষিদে মেটাতে ঢাকা শহরে গৃহশ্রমিকের কাজ বেছে নিয়ে মালিকের পরিবারের অধিকাংশ কাজের তারাই মধ্যমণি। কিন্তু স্থায়ীভাবে কর্মরত এ সমস্ত গৃহশ্রমিকের ৬৭ শতাংশ যে পরিবারে কাজ করছে সেই পরিবারের সবার সাথে একত্রে বসে খাবার খেতে পারে না। পরিবারের সবার খাওয়া হয়ে গেলে আলাদাভাবে তাদের খেতে দেওয়া হয় এবং ৬ শতাংশ পরিবারের সদস্যরা যে খাবার খায়, তাদের সেই একই খাবার খেতে দেয় না।

পূর্ণকালীন গৃহশ্রমে নিয়োজিত শ্রমিকরা এক ধরনের বিনোদনের সুযোগ পায়। এদের মধ্যে ৯০ শতাংশ টিভি দেখতে পারে, ৭৩ শতাংশ তাদের পরিবারের সাথে মোবাইলে বা ফোনে যোগাযোগ করতে পারে এবং ৭০ শতাংশ গৃহকর্তার পরিবারের সাথে বাইরে বেড়াতে যেতে পারে। তবে একা একা বেড়াতে যেতে পারে মাত্র ৩ শতাংশ।

একজন মানুষ হিসেবে প্রত্যেক মানুষেরই স্ব-স্ব ধর্ম পালনের অধিকার রয়েছে। কিন্তু মালিকের বাসায় থেকে গৃহকর্মে নিয়োজিত শ্রমিকের স্বাধীনভাবে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করার অধিকার কতটুকু রয়েছে তা জানতে গিয়ে দেখা গেছে, ৬৪ শতাংশের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করার স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু ৩৬ শতাংশ গৃহশ্রমিক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত। এছাড়াও মাত্র ৪৩ শতাংশ গৃহশ্রমিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বোনাস পেলেও বাকি ৬৭ শতাংশ বোনাস পায় না।

একজন গৃহকর্মী যে পরিবারের সাথে থেকে সার্বক্ষণিক কাজ করছে, সেই পরিবারের কর্তা বা ওই পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে তার সম্পর্কের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে দেখা গেছে, ৬৪ শতাংশ গৃহকর্মীর সাথে পরিবারের সদস্যদের সম্পর্ক ভালো। কিন্তু পরিবারের বড়োদের মধ্যে ৬ শতাংশ এবং ছোটোদের ৩৯ শতাংশ গৃহশ্রমিকদের অমর্যাদাকর সম্বোধনে ডেকে থাকে। আবার কোনো কিছু ভাঙলে বা নষ্ট হলে ৯ শতাংশকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হয় ও নির্যাতনের শিকার হতে হয়। এছাড়া পরিবারের অধিকাংশ কাজ তাদের করতে হলেও ৪৮ শতাংশ তা স্বাধীনভাবে করতে পারে না।

**সমস্যা চিহ্নিতকরণ, সুপারিশমালা ও উপসংহার**

ঢাকা শহরের স্থায়ী এবং অস্থায়ী গৃহশ্রমিকদের এই নিপীড়ন বঞ্চনা রোধের সবচেয়ে বড়ো হাতিয়ার হচ্ছে আমাদের সংবিধান। যেখানে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের জীবনযাপনের ন্যূনতম সকল অধিকার নিশ্চিত করার অঙ্গীকার খুব স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে। তবে এই সংবিধানকে সামনে রেখেই নাগরিকের সার্বিক অধিকার নিশ্চিত করতে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের দায়িত্ব রয়েছে রাষ্ট্র কিংবা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে নিযুক্ত থাকা বিভিন্ন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণের। গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ের তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা হয়—

১. কাজ হিসেবে গৃহশ্রমের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি নেই;
২. গৃহশ্রমের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো আইন বা নীতিমালা নেই;
৩. দেশে প্রচলিত শ্রমআইনে গৃহশ্রমের বিষয়টি উপেক্ষিত;
৪. গৃহশ্রম বিষয়ে কোনো জাতীয় মানদণ্ড বা আচরণবিধি নেই;
৫. গৃহশ্রমিকরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়;
৬. গৃহশ্রমিকদের প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংগঠিত হওয়ার মতো সুযোগ নেই।

প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ের তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে সমস্যা চিহ্নিতকরণের পর গৃহশ্রমিকদের সমস্যা সমাধানে নিম্নলিখিত সুপারিশ করা হলো—

১. গৃহশ্রমিকসহ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমজীবী মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে;
২. গৃহশ্রমিকসহ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমজীবী মানুষের সংগঠিত হওয়ার অর্থাৎ ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে;
৩. গৃহশ্রমের জন্য জাতীয় নীতিমালা ও ন্যূনতম মজুরি বোর্ড গঠনের বিধান নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমিকের হাতেই মজুরি প্রদান বাধ্যতামূলক করতে হবে। এক্ষেত্রে আইন লঙ্ঘনকে ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য করে দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান রাখতে হবে;
৪. গৃহশ্রমিকের জন্য সাপ্তাহিক ছুটির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। বাৎসরিক ছুটি এমনভাবে বিন্যস্ত করতে হবে, যাতে সকলেই তাদের ধর্মীয় উৎসবের সময় তাদের পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হতে পারে;
৫. গৃহশ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে ১২ বছরের কম বয়সী শিশুদের নিয়োগ বন্ধ করা ও তাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও বিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে। শিশু, প্রতিবন্ধী ও প্রবীণদের প্রতি মানবিক ও সদয় আচরণ করতে হবে। গৃহশ্রমিককে বাসায় আটকে রাখা অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে;
৬. গৃহশ্রমকে উৎপাদনশীল শ্রম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
৭. গৃহশ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধিতে বৃত্তিমূলক/কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;
৮. শিশু গৃহশ্রমিকদের নির্দিষ্ট সময় বিশ্রাম, বিনোদন, স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে;
৯. গণমাধ্যমে গৃহশ্রমিকদের গুরুত্ব ও অবদান স্বীকার করে ইতিবাচক প্রচারণা চালাতে হবে, যাতে মানুষ তাদের যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারে;
১০. শিশু গৃহশ্রমিকদের জন্য সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে স্থাপিত স্কুলের সংখ্যা বাড়াতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, দারিদ্র্যের কারণে দরিদ্র জনগোষ্ঠী গৃহশ্রমিকের কাজ বেছে নিয়েছে কিন্তু কোনো দয়া ভিক্ষা করে নি। পরিশ্রম করে তবেই পারিশ্রমিক নিচ্ছে। কিন্তু তারপরও তারা প্রতিমুহূর্তে শিকার হচ্ছে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের। যারা গৃহশ্রমিকের প্রতি বৈষম্য, শোষণ-নির্যাতন করে তারা কোনো পেশাদার অপরাধী নয়, বরং অনেকেই শিক্ষিত এবং সমাজে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন পরিবারের সদস্য। দীর্ঘকাল ধরে গৃহশ্রমিকদের ভিন্ন চোখে দেখা বা বৈষম্যমূলক আচরণের যে চর্চা আমাদের সামজে বিদ্যমান রয়েছে, তাদের মানসিকতায় তারই প্রতিফলন প্রতীয়মান হয়। এদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে হবে এবং গৃহশ্রমিকদের প্রতি সংবেদনশীল করে তুলতে হবে। গৃহশ্রমিকরা যাতে সমাজে মানুষ হিসেবে মর্যাদা নিয়ে মানবিকভাবে বাঁচার অধিকার পায়, সভ্য মানুষ হিসেবে আমাদের দায়িত্ব রয়েছে তাদের সেই মানবিক এবং

ন্যায়সংগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা। আমরা আর কোনো গৃহশ্রমিকের নির্যাতনের শিকার হয়ে লাশ হয়ে বাড়ি ফেরা দেখতে চাই না। কোনো নির্যাতিত গৃহশ্রমিকের আর্তনাদ শুনতে চাই না। আমরা চাই গৃহশ্রমিক ও তাদের পেশার প্রতি সম্মান ও স্বীকৃতি। আসুন আমরা গৃহশ্রমিকদের দাস হিসেবে নয় বরং পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে গ্রহণ করি।

**মুহাম্মদ জসীম উদ্দিন** গবেষক, নাগরিক উদ্যোগ। muhammadjasimuddin@yahoo.com
**অমিত রঞ্জন দে** উন্নয়ন ও সংস্কৃতিকর্মী। a_rdey@yahoo.com
**জাকির হোসেন** প্রধান নির্বাহী, নাগরিক উদ্যোগ। zhossain@agni.com

## গ্রন্থপঞ্জি

1. Acharaya, S., 1983. The *Informal Sector in Developing Countries- A Micro View Point*, pp 432-445; Journal of Contemporary Asia 13(4).
2. Islam M. Rezaul, 2010. *A Child in the family but imprisoned: Study on the situation of Domestic child worker's in Dhaka city*, Dhaka: Bangladesh Shishu Adhikar forum.
3. Minginoe, H., 1984).*The Informal Sector and the Development of Third World Cities*, Regional Development Dialogue 5.
4. Salahuddin, K and Shamim, I., 1992. *Women in Urban Informal Sector: Employment Pattern Activity Types and Problems*. Women for Women, Dhaka, Bangladesh.
5. ইসলাম, রিজওয়ানুল, ২০১০। *শ্রমজীবীদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কেন জরুরি*, ড. ফারজানা ইসলাম, জাকির হোসেন ও অমিত রঞ্জন দে (সম্পাদিত), অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত ও শ্রমজীবী মানুষ, ঢাকা; নাগরিক উদ্যোগ।
6. খান, এ বি এম নাজমুল ইসলাম, ১৯৯৭। *তৃতীয় বিশ্বে ইনফরমাল সেক্টর : একটি পর্যালোচনা*, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর সম্পাদিত সমাজ নিরীক্ষণ, সংখ্যা ৬৩, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা।
7. পারভেজ, আলতাফ, ২০০৮। *রাষ্ট্র উদারীকরণ ও শ্রমজীবীদের সামাজিক নিরাপত্তা বিপদের মুখে বাংলাদেশ*, ঢাকা; পার্টনারশিপ অব উইমেন ইন অ্যাকশন।
8. পারভেজ, আলতাফ, ২০০৭। *বাংলাদেশের নারী শ্রমজীবী, মজুরীবঞ্চনা ও সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা*, ঢাকা; নাগরিক উদ্যোগ।
9. দাস, অনিতা, ২০০৫। *কর্মজীবী নারী ও দারিদ্র্য : একটি পর্যালোচনা*, বিএনপিএস-এর ষান্মাসিক জার্নাল নারী ও প্রগতি, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০০৫, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ।
10. পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০।
11. শামসুদ্দীন, দারা, ১৯৮৫। *ঢাকার ১৯৫৯ ও ১৯৮০ সালের নগর পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের তুলনামূলক আলোচনা*, ভূগোল পত্রিকা, সাভার; জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।
12. সুমী, শাহনাজ এবং রেখা, দিলারা, ২০১০। *গৃহশ্রমিক নির্যাতন প্রতিরোধে পরিবারের ভূমিকা*, ড. ফারজানা ইসলাম, জাকির হোসেন ও অমিত রঞ্জন দে (সম্পাদিত), অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত ও শ্রমজীবী মানুষ, ঢাকা; নাগরিক উদ্যোগ।
13. হোসাইন, আবুল, ২০০৭। *গার্হস্থ্য শ্রমিক : অস্বীকৃত শ্রমশক্তি*, ঢাকা; নাগরিক উদ্যোগ।
14. হোসেন, জাকির ও হোসেন, ড. আলতাফ, ২০১০। *প্রতিবন্দিত্ব প্রেক্ষিত মানবাধিকার ও সেবার মান উন্নয়ন*, ঢাকা; নাগরিক উদ্যোগ।
15. হোসেন, এ্যাডভোকেট মনোয়ার, ২০১০। *বাংলাদেশের শ্রমিকের অধিকার, প্রেক্ষিত ও বাস্তবতা*, ড. ফারজানা ইসলাম, জাকির হোসেন ও অমিত রঞ্জন দে (সম্পাদিত), অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত ও শ্রমজীবী মানুষ, ঢাকা; নাগরিক উদ্যোগ।